আজকের কাগজ

35

তারিখ 11 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

জাতিকে এখনই স্থির করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না

প্রসঙ্গে

আজকের লেখার অবতারণা হচ্ছে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের দুটি বক্তব্য, যা আমাদেরকে এবং আমাদের সংগঠনের তৃণমূল পর্যায়ের হাজার হাজার কর্মীকে বিস্মিত, হতবাগ করেছে।

অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন 'বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলো এখন নিয়ন্ত্রণ করছে পাঁচটি ছাত্রদল; ছাত্রলীগ, জাতীয়তা-বাদী ছাত্র দল, ছাত্র ইউনিয়ন, জামাতি ছাত্রলীগ ও শিবির ছাত্র সংঘ। প্রতিটি ছাত্রদলেরই রয়েছে একটি সন্ত্রাসবাদী শাখা, রয়েছে নির্ভীক সন্ত্রাসবাদীরা।' আরো লিখেছেন 'প্রতিটি দলই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে বিশ্বাস করে সন্ত্রাসে; তারা সমাজতন্ত্র বিশ্বাস না করলেও বিশ্বাস করে আগ্নেয়াস্ত্রে, আর এখন চারপাশে কোন আদর্শ নেই বলেই সন্ত্রাসই আদর্শ।' তিনি এও লিখেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের খোয়াড়গুলো শিবিরের দখলে; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খোয়াড়গুলো ছাত্রলীগ এবং জাতীয়তাবাদীদের দখলে। দেশের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের খোয়াড়গুলোর কিছুটা জাতীয়তাবাদীদের কিছুটা ছাত্রলীগের দখলে। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ দেশের শিক্ষাঙ্গনসমূহ সন্ত্রাসের জন্য দায়ী করেছেন পাঁচটি সংগঠনকে। অন্যদের সম্পর্কে আমাদের বলার কিছু নেই। সারা- দেশের মানুষ, ছাত্রসমাজ তাদেরকে চেনে।

গত চল্লিশ বছর ছাত্র ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কেউ সন্ত্রাসের অভিযোগ উত্থাপন করেননি। এই প্রথমবারের মত দেশের একজন স্বনামখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তি ছাত্র ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন সন্ত্রাসের। অভিযোগ এনেছেন সন্ত্রাসবাদী শাখা সংগঠিত করার। আমরা সবিনয়ে জাতির কাছে বলতে চাই অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের এ বক্তব্য সত্য নয়।

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ইউনিয়নের অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ় কিন্তু অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ কি একটি একক উদাহরণ দেখাতে পারবেন, যেখানে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের সন্ত্রাসের কারণে মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকাল বন্ধ রয়েছে। জানি তিনি পারবেন না। উপরে তার লেখা থেকেই উদ্ধৃত করেছি যেখানে তিনি দেখিয়েছেন, সন্ত্রাস করে শিবির, ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ওদের কারণে বন্ধ হয়ে আছে অসংখ্য মহাবিদ্যালয় প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়। এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমরা বলতে চাই আমাদের সংগঠনের অভ্যন্তরে কোন পেশাদার মাস্তান নেই। আমাদের সংগঠনের কোন সন্ত্রাসী শাখা নেই। আমরা পেশীর জোরে বিশ্বাসী নই। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ এক নিঃশ্বাসে সবাইকে, সকল ছাত্র সংগঠনের কর্মীদেরকে আদর্শ বর্জিত বলে ঘোষণা করেছেন। আমাদের দিক থেকে আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

এবার আমাদের বক্তব্য হচ্ছে তার দ্বিতীয় মতটি সম্পর্কে। তিনি লিখেছেন 'বাংলাদেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে আছে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাসদ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং জামাতের ছাত্র সংগঠন। প্রতিটি সংগঠনে আছে কিছু ছাত্রনেতা, কিছু কর্মী, কিছু অস্ত্রচালক এবং কিছু সমর্থক। ছাত্রনেতারা সাধারণত ছাত্র নয়, তারা সবাই বৃদ্ধ তারা যখন ছাত্র ছিলো তখনো সম্পূর্ণ ছাত্র ছিলো না। তারা বইপত্র পড়ে না, ছাত্র জীবনেও পড়তো না। এরা শুধু রাজনীতি করে না, ব্যবসাও করে; বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ঠিকাদারির সাথে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে। তাদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত ধনী।

সবাইকে একই পাল্লায় মাপা অনুচিত। আমরা যারা সুস্থ রাজনীতি করতে চাই, প্রশংসা না করুন অত্যন্ত নিরুৎসাহিত করবেন না। তিনি অভিযোগ এনেছেন ছাত্রনেতারা ঠিকাদার, তারা প্রতিষ্ঠিত ধনী। আমরা অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের কাছে অনুরোধ করবো আপনার কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, ছাত্র ইউনিয়নের অমুক অমুক নেতা ঠিকাদার। তারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। আপনি প্রমাণ করুন, আপনি সফল হলে আমরা জাতির দেয়া যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নেবো।

সর্বশেষে আমাদের অনুরোধ, আমরা যা নই, আমরা যার বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করছি আমাদের ওপর তা আরোপ করার মানেই হচ্ছে আমাদের প্রতি অবিচার করা। যা প্রমাণিত নয়, যার কোন সত্যতা নেই, যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই তা দিয়ে আমাদের ঘায়েল করা যাবে না। আমরা চাই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কারা করে তা চিহ্নিত হোক। ঐকমত্যের ভিত্তিতে সে সকল সমাজবিরোধীদেরকে সমাজ জীবন থেকে উৎখাত করা হোক। কিন্তু প্রকৃত সন্ত্রাসীকে চিহ্নিত করতে পারছি না বলে একজন ভালো মানুষকে সন্ত্রাসী বলবো তা কখনোই গণতান্ত্রিক মানসিকতা হতে পারে না।

কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী
বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন
৩১, হোসেনী দালান, ঢাকা।